পাঁচ খাতে জাপানি কোম্পানিগুলোকে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের গাড়ি উৎপাদন, জ্বালানি, প্রযুক্তি, রেল ও লজিস্টিকস এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এসব খাতকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) টোকিওতে জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) কার্যালয়ে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক ফোরামের সংলাপে মূল বক্তব্য দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৩৫০টি জাপানি কোম্পানি ব্যবসা পরিচালনা করছে। তা সত্ত্বেও দেশটিতে জাপানের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এখনো ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের নিচে। গত অর্থবছরে জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৩৬ কোটি ডলার। একই সময়ে জাপান থেকে ২১৬ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ।

গাড়ি উৎপাদন খাতে টয়োটার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গাড়ি উৎপাদন কারখানায় পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরুর উদ্যোগকে সরকার স্বাগত জানিয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

জ্বালানি খাতে এলএনজি অবকাঠামো, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে জাপানি বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। প্রযুক্তি খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিকস ও ইলেকট্রনিকস উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-জাপান প্রযুক্তি পার্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালসহ দেশের প্রধান শহরগুলোকে যুক্ত করে উঁচু পথে দ্রুতগতির রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরেন তারেক রহমান। এ ছাড়া রেল ও লজিস্টিকস খাতে জাপানি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আড়াইহাজারে বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেন। সেখানে জাপানি মান অনুসরণ করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। অঞ্চলটির উন্নয়নকাজ করছে সুমিতোমো করপোরেশন।

জাপানি বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের বিষয়গুলো সমাধানে সরকার কাজ করছে জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ, উন্নত অবকাঠামো, শুল্ক সুবিধা এবং করব্যবস্থার পূর্বানুমানযোগ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও জাপানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখন উন্নয়ন সহযোগিতার পরিধি ছাড়িয়ে আগামী ৩০ থেকে ৫০ বছরের জন্য দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে চায় বাংলাদেশ।